প্রথম আলো

তারিখ ... 29 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

দুই শিক্ষক ও এক কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ!

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ●

ভর্তি ফরম বিক্রির হিসাব না দেওয়া এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ এনে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক ও এক কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ। তবে এই নোটিশের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

নোটিশ পাওয়া শিক্ষকেরা হলেন লোকপ্রশাসন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আফরোজা বেগম ও ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এম এম শরিফুল করিম এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপপরিচালক মো. কামাল উদ্দিন। গত মঙ্গলবার কোষাধ্যক্ষ গোপাল চন্দ্র সেন কারণ দর্শানোর ওই নোটিশ তাঁদের বরাবরে পাঠান। নোটিশে তিন কর্মদিবসের মধ্যে জবাব দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ গোপাল চন্দ্র সেন *প্রথম আলোকে* জানান, 'চলতি বছরের মে মাসে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব জানতে চায়। ওই সময়ে হিসাব না দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বরাদ্দ বন্ধের হুঁশিয়ারি দেয় ইউজিসি। এর পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য আমাকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করেন। আমি চলতি বছরের ২৪ মে এবং জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ওই দুই শিক্ষককে চিঠি দিলেও তাঁরা কোনো জবাব দেননি। তাই তাঁদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।'

অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপপরিচালককে শোকজ করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিধি ভঙ্গ করে তিনি আমাকে উপেক্ষা করে সরাসরি উপাচার্যের কাছে নথি নিয়ে যান, যা বিধির পরিপন্থী।'

এ ব্যাপারে শিক্ষক এম এম শরিফুল করিম বলেন, 'কোষাধ্যক্ষ কোনো অবস্থাতেই আমাকে কারণ দর্শাতে বলতে পারেন না।' হিসাব জমা দিয়েছেন কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি দাবি করেন, ওই সময়ের উপাচার্য হিসাব জমা নিয়েছেন। তা ছাড়া সংশ্লিষ্ট ডিনের কাছে হিসাব দেওয়া হয়েছে।

আরেক শিক্ষক আফরোজা বেগম বলেন, 'কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী ট্রেজারার কোনো শিক্ষককে কারণ দর্শানোর এখতিয়ার রাখেন না।' তাঁরও দাবি, 'আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে হিসাব জমা দিয়েছি।'

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এইচ এম জেহাদুল করিম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কোষাধ্যক্ষ কোনোভাবেই কোনো শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিতে পারেন না। বিষয়টি নিয়ে তিনি (কোষাধ্যক্ষ) আমার সঙ্গে কথাও বলেননি।' এ সমস্যা আগামী রোববারের মধ্যে মিটমাট হয়ে যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।